চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতিসহ আটক ১০

এবার চাঁদাবাজি করতে গিয়ে বিজিবি’র হাতে আটক হয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রিজভী আলম রানাসহ ১০ জন। আজ মঙ্গলবার সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুদপুর সীমান্তের মাসুদপুর গরুর বীট থেকে তাদের আটক করা হয়। বিকেল ৫ টার দিকে তাদের শিবগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে এবং মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান শিবগঞ্জ থানার ওসি শিকদার মো. মশিউর রহমান।

জানা গেছে, সকাল ১০টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রিজভী আলম রানার নেতৃত্বে ১০ জন মাসুদপুর গরুর বীটে চাঁদাবাজি করতে যায়। এসময় বীট মালিক চাঁদার টাকা দিতে রাজি না হলে তারা গন্ডগোলের সৃষ্টি করে। গন্ডগোলের বিষয়টি জেনে মাসুদপুর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা রানাসহ ১০ জনকে আটক করে।
এব্যাপারে বীট খাটাল মালিক রুবেল আলী জানান, বীটে কার্যক্রম চলা অবস্থায় ছাত্রলীগের সভাপতি রিজভী আলম রানার নেতৃত্বে ১০/১৫ জন ডাকাতি ও চাঁদাবাজি করতে আসে। বিষয়টি বিজিবিকে জানালে তারা রানাসহ ১০ জনকে আটক করে। এঘটনায় আরো ৪/৫ জন পলাতক রয়েছে। পলাতকরা তার বীট থেকে ৬০ থেকে ৬৫ লাখ টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

এব্যাপারে মাসুদপুর বিওপি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার শাহাদাৎ হোসেন জানান, রিজভী আলম রানার নেতৃত্বে ১০/১৫ জন চাঁদাবাজি করতে আসে মাসুদপুর বীটে। সংবাদ পেয়ে টহলদলকে বীটে পাঠানো হয়। সেখানে রিজভী আলম রানাসহ ১০ জনকে আটক করা হয়। এদিকে বিকেল ৫টার দিকে তাদের শিবগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়।

এবিষয়ে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. আরিফুর রেজা ইমন জানান, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রিজভী আলম রানার ঘটনাটি তিনি ফোনে ফোনে শুনেছেন। সাংগঠনিক ভাবে জেলা কমিটি এর তদন্ত করবে। যদি সভাপতি রানা দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই অটোরিক্সা ছিনতাইয়ের অভিযোগে শিবগঞ্জ

উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নবীনূর রহমানকে গণধোলাই দেয় স্থানীয়রা।